বিপদের মুখে দেশ, রাফায়েলেই জবাব দেবে ভারতীয় বায়ুসেনা'

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্বে কোনও দেশকে ভারতের মতো গম্ভীর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে না, বুধবার ভারতের বায়ুসেনা প্রধান বিএস ধানোযা এই কথা বলেন। তবে শত্রুপক্ষকে ধরাশায়ী করতে ভারতকে আরও শক্তিশালী হতে হবে, তিব্বতে চিন যুদ্ধবিমান মোতায়েন করে রেখেছে, আর তাই ভারতের প্রয়োজন আরও বেশি সংখ্যক যুদ্ধবিমান। বায়ুসেনা প্রধান জানান, রাফায়েল বিমান এবং মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম এস৪০০-এর মাধ্যমে ভারতীয় সেনা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ভারতের কাছে ৩১ স্কোয়াড্রন রয়েছে যা শত্রু মোকাবিলায় যথেষ্ট নয় বলে মত তাঁর। এই রাফায়েল চুক্তি নিয়েই বিরোধী দলগুলির নিশানায় কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিষয় নিয়েই এই প্রথম ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান বক্তব্য পেশ করেন। মোদী সরকারকে এই বিষয়ে সমর্থন করে তিনি বলেন, রাফায়েল বিমানের সাহায্যে সমস্যার সমাধান করা আরও সহজ হবে। তবে এর পাশাপাশি তিনি এও জানান, ভারতের কাছে বেশ কিছু অস্ত্রের অভাব রয়েছে যার জন্য অনেকক্ষেত্রেই শত্রু মোকাবিলার কাজ কিছুক্ষেত্রে কঠিন হতে পারে। এদিকে, ভারতকে রীতিমত ধাক্কা দিয়ে চিনের সঙ্গে মহড়ার সিদ্ধান্ত নিল নেপাল। আগামী ১৭ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিনের চেংদুতে চিনা বাহিনীর সঙ্গে যৌথ মহড়ায় অংশ নেবে নেপালের সেনাবাহিনী। এদিকে, সেপ্টেম্বরেই পুণেতে ভারত সহ 'বিমস্টেক' জোটের দেশগুলির যে সেনা মহড়া হচ্ছে, সেখানে যোগ দেবে না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল নেপাল। নেপালের সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গোকুল ভান্ডারী সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এর আগেও চিনের সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়ায় অংশ নিয়েছিল নেপাল। গত বছরের এপ্রিলে। চেংদুতে এ বার যে ১২ দিনের চিন নেপাল যৌথ সেনা মহড়া শুরু হতে চলেছে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'সাগরমাতা মৈত্রী ২'।

ভোটে জিতলে রাম পথ তৈরী করবে কংগ্রেস

ভোপাল, ১২ সেপ্টেম্বরঃ নির্বাচনে জিততে এবার বিজেপির মতো রামকে হাতিয়ার করল কংগ্রেস। জিতলেই বানিয়ে দেব রাম পথ, সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই বললেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা দিগ্বিজয় সিং। চলতি বছরেই মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। তার হাতে গোনা কয়েকমাস বাদেই লোকসভা নির্বাচন। তাই বিজেপি, কংগ্রেস থেকে শুরু করে সব দলই পুরো দমে প্রচার চালাচ্ছে। কেউ কাউকে জায়গা ছাড়তে রাজি নয়। উত্তরপ্রদেশে যে কোনো দলের ভোটপ্রচারে রামমন্দিরের নাম উঠে আসে বারবার। কিন্তু মধপ্রদেশেও এবার হাতিয়ার সেই রাম। মধ্যপ্রদেশে রয়েছে একটি বিশেষ রাস্তা, যেখান দিয়ে রাম বনবাসে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সেটিই রাম পথ নামে পরিচিত। বিজেপি বারবার ভোটের আহে এই রাম পথ বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে সেই আশ্বাস ফলপ্রসূ হয়নি। তাই এবার সেই অস্ত্রই হাতে নিতে চায় কংগ্রেস। শুধুমাত্র রাম পথই নয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নর্মদা পরিক্রমা পথও বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন দিগ্বিজয় সিং।

২০০৩ থেকে ক্ষমতায় নেই কংগ্রেস। বিজেপি আসার পর থেকেই রাম পথ বানানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এবার রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত রাম পথ বানানোর বার্তা দিল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। সেইসঙ্গে নর্মদা পরিক্রমা পথ বানানোর কথাও বলেছে। দিগ্বিজয় সিং। এই রাজ্যে নর্মদা নদীর পাড় রয়েছে ৩৩০০ কিলোমিটার জুড়ে। নরম পন্থী হিন্দুত্বকে কংগ্রেস হাতিয়ার করতে চাইছে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে কংগ্রেস নেতা বলেন, হিন্দুত্বের নরম, উগ্র বলে কিছু হয়না। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ২০০৭ এর ১ অক্টোবর সিরাজ সিং চৌহান সরকার ঘোষণা করেছিল যে রাম গমন পথ তৈরি করবে তারা। রামের নির্বাসনের সেই বন রয়েছে মধ্যপ্রদেশের সত্য, পান্না, শাদল, জ্বলপুর, বিদিশা জুড়ে। দিগ্বিজয় সিং এর কথায়, তথাকথিত গোমতার পূজারীরা কেবল টাকা জোগাড় করতে পারে। কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় গোশালা তৈরি করেছে। তাই গোশালা তৈরির কথা বককে কারও অভিজাগ থাকতে পারে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি ও জানান, বিজেপি বা আর এস এস রাজনৈতিকভাবে শত্রু হলেও কোনও হিংসার সম্পর্ক নেই। দিগ্বিজয় সিং বলেন, মুঘলরা ৫০০ বছর শাসন করেছে আর ক্রিশ্চান রা ১৫০ বছর। তা সত্বেও যখন সনাতন ধর্ম রয়েছে তখন হিন্দুরা মোটেই বিপদে নেই। এগুলো সব মিথ্যা প্রচার বলেই মনে করেন তিনি। দিগ্বিজয় সিং কে কংগ্রেস দেশবিরোধী বলে অভিযোগ তুলেছে। সেই অভিযোগও মিথ্যা বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি।

বনধের জন্য শিবসেনাকে পাশে দরকার কংগ্রেসের

মুম্বই,১২ সেপ্টেম্বরঃ এবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগল শিবসেনা। তাদের পরিষ্কার বক্তব্য যে ভারত বনধ কংগ্রেস ডেকেছিল, তা এক কথায় প্রহসন। মহারাষ্ট্রে একেবারেই বনধ সফল হয়নি। যদি বনধ সফল করতে হত, তবে শিবসেনার প্রয়োজন হত কংগ্রেসের। হাত শিবিরকে একহাত নিয়ে উদ্ধব ঠাকরের দল বলে মহারাষ্ট্রে বনধ সফল করতে গেলে শিবসেনার সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। বুধবার নিজেদের দলীয় মুখপত্র সামনার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, সেনা যদি এই বনধকে সমর্থন করত তবেই বনধ সফল হত। পাশাপাশি, পালগড় লোকসভা আসনের উপনির্বাচনে শিবসেনাকে সমর্থন না করার প্রসঙ্গও তুলে এনেছে তারা। বলা হয়েছে কংগ্রেস উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই নির্বাচনে শিবসেনার হাত ধরেনি। একসাথে লড়লে, বিজেপির ভোটঅঙ্ক আলাদা হত। বিজেপিকে হারানো সহজ হত। প্রসঙ্গত, পালগড়ে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়ে শিবসেনা বিরোধীদের ভোটে ভাগ বসায়। তবে বিজেপিকে রোখা যায়নি। এই আসনে কংগ্রেস পাঁচ নম্বরে শেষ করে, সিপিএমেরও পরে। সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে, জনগণের স্বার্থের জন্যই এই বনধ ডাকা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন শিবসেনা। সেনার দাবি এই বনধ সফল হলে খুশি হত তারা। কিন্তু মহারাষ্ট্রে তা হয়নি।উল্লেখ্য মঙ্গলবারই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগে শিবসেনা। হিন্দুত্বের নামে বিজেপি পিছন থেকে ছুরি মারছে বলে অভিযোগ করে তারা। পাশাপাশি, শিবসেনার বক্তব্য হিন্দুদের দেওয়া কোনও প্রতিশ্রুতিই পালন করেনি বিজেপি। হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এলেও, সেই হিন্দুত্বকেই অবহেলা করছে তাঁরা বলে দাবি করে মহারাষ্ট্রের এই দল। উদ্ধব ঠাকরের দলের অভিযোগ বিজেপি নিজের কোনও প্রতিশ্রুতিই পালন করেনি। তাই মানুষের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে তারা। কংগ্রেস এতদিন মুসলিম তোষণ করে এসেছে। আর বিজেপি ক্ষমতায় এসে হিন্দুদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুদেরই নিরপেক্ষ হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। নিজেদের দলীয় মুখপাত্র সামনার সম্পাদকীয়তে এমনই বক্তব্য তুলে ধরে শিবসেনা।

সংক্ষিপ্ত-সংবাদ

পেট্রো-কেমিক্যাল কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ,মৃত ৬

উত্তরপ্রদেশ

বিজনুর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরপ্রদেশের বিজনুর জেলার কোতওয়ালি রোডে একটি পেট্রো কেমিক্যাল কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। নিহত ছয়। গুরুতর আহত নয়। কারখানার মধ্যে থাকা মিথেন গ্যাসের ট্যাঙ্ক ফেটে বিস্ফোরণটি হয়।আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল এবং পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা ছয়জন কে মৃত বলে ঘোষণা করে। আহতদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ এখনও চলছে। এখনও কয়েকজন শ্রমিক কারখানার ভেতর আটকে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নিহতদের পরিচয় জানা গিয়েছে। নিহতরা হলেল বালগোবিন্দ, রবি, লোকেন্দ্র, কমলবীর, ভিকরান্ত, চেটরাম। প্রত্যেকেই বিজনুর জেলার বাসিন্দা। সত্যপাল এবং গজেন্দ্র গুরুতর আহত। পুলিশ জানিয়েছেন অভয়রাম এখনও নিখোঁজ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মিথেনের ট্যাঙ্কে মেরামতির কাজ চলছিল। কাজ চলার সময় বিস্ফোরণটি ঘটে। সকাল ৮টা নাগাদ বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা কারখানা। নিহতদের প্রত্যেকের বয়স ২৫ থেকে ৪০। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উদ্ধার কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কারখানার মালিকের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বিজনুরের পুলিশ সুপার উমেশ সিং জানিয়েছেন, মিথেনের গ্যাস ট্যাঙ্ক ত্রুটি ছিল। দুইতিন ধরে মেরামতির কাজ চলছিল। ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলার সময় আগুন ধরে যায়। গ্যাসটি দাহ্য থাকায় বিস্ফোরণটি ঘটে।

ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রার মূল্য পৌঁছল ৭২.৮৮ টাকায়

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ টাকার দামে ফের রেকর্ড পতন। মার্কিন ডলারের সঙ্গে দৌড়ে আবারও পিছিয়ে পড়ল ভারতীয় মুদ্রা। পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সর্বকালীন রেকর্ড গড়েই চলেছে ভারতীয় টাকা। ১ মার্কিন ডলারের তুলনায় সপ্তাহের তৃতীয় দিনই ভারতীয় মুদ্রার মূল্য নেমে দাঁড়াল ৭২.৮৮ টাকায়। টাকার দামে এই পতনের প্রধান কারণ মার্কিন ডলারের বাড়তি চাহিদা এবং ক্রুড অয়েলের মূল্যবৃদ্ধি, এমনই অভিমত ফরেক্স ব্যবসায়ীদের। চলতি বছরের ১৬ আগস্ট থেকে ভারতীয় মুদ্রার রেকর্ড পরিমাণ পতনের সূচনা হয়। মার্কিন ডলারের তুলনায .রেকর্ড পতন হয় টাকার মূল্য। সেই শুরু। পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সর্বকালীন রেকর্ড গড়েই চলেছে ভারতীয় টাকা।নামতে নামতে মঙ্গলবার ভারতীয় মুদ্রার দাম পৌঁছল, ১ মার্কিন ডলার তুলনায় ৭২.৮৮ টাকা।

বারামুলায় সেনাবাহিনীর ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, আহত ৫

শ্রীনগর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ সেনাবাহিনীর ট্রাকের পেছনে যাত্রী বোঝাই বাসের সজোরে ধাক্কা। বুধবার উত্তর কাশ্মীরের বারামুলার ট্যাঙ্গমার্গে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন পাঁচ সেনা জওয়ান। এছাড়াও আহত এক নাগরিক। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে দাঁড়িয়ে থাকা সেনাবাহিনীর ট্রাকে পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে যাত্রীবোঝাই বাসটি। সংঘর্ষের ফলে বাসের সামনের দিকটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন আহতদের অবস্থা স্থিতিশীল। দুর্ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় শিক্ষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্য সরকার সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আধিকারিক,গ্রন্থাগারিক ও জুনিয়র ল্যাবরেটরি সহায়ক দের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় এনেছে। রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। শিক্ষাকর্মী ছাড়াও তার পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য দের এই প্রকল্পে বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পেতে এখন থেকে অর্থ দপ্তরের পোর্টালে আবেদন করতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গত বছরের ৭ জানুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শিক্ষকদের এক অনুষ্ঠানে এই সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

গণপিটুনি, অ্যাওয়ার্ড ওয়াপসি সত্ত্বেও জিতবে বিজেপি। অমিত শাহ

জয়পুর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজস্থানে দলের জয়ের ব্যাপারে একপ্রকার নিশ্চিত অমিত শাহ। গত চার বছরে বিভিন্ন সময়ে গোরক্ষার নামে গণপিটুনির অভিযোগ উঠেছে। দাদরিতে গণপিটুনির জেরে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। তা নির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলবে না বলে জানিয়ে দিলেন অমিত শাহ। গতকাল জয়পুরে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি। তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় হলেই বিরোধীরা আখলাকের বিষয়টি তুলে আনে। অ্যাওয়ার্ড ওয়াপসির কথাও বলে বেরায়। তা সত্ত্বেও আমরা জিতেছি। জিতবও। ২০১৫-র সেপ্টেম্বরে গোহত্যাকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে খুন করা হয় দাদরির আখলাক মহম্মদকে। এরপরই প্রতিবাদ শুরু হয় দেশজুড়ে। অ্যাওয়ার্ড ফিরত দিতে শুরু করেন বিশিষ্টরা। যদিও নির্বাচনে এর কোনও প্রভাব পড়েনি। এরপরই হয় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে ক্ষমতা দখল করে বিজেপি। রাজস্থানেও এই ধরনের একাধিক হামলা হয়েছে। শেষ ঘটনা ঘটেছে জুলাইয়ে। আলওয়ারে। মেলা থেকে বাড়িতে গোরু কিনে এনেছিল রাকবার খান নামে এক যুবক। খুন করা হয় তাঁকে। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া ন্যাশনাল এগজিকিউটিভ মিটিংয়েও দলের জয়ের ব্যাপারে একপ্রকার নিশ্চিত ছিলেন অমিত শাহ। তিনি বলেছিলেন, আগামী ৫০ বছরে বিজেপি কে কেউ হারাতে পারবে না।

কে এম ডি এ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেতুগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বরঃ মাঝেরহাট সেতু দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে কে এম ডি এ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শহরের সেতুগুলি র স্বাস্থ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কে এম ডি এ র অধীন সমস্ত সেতু স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আজ একটি পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কে এম ডি এর প্রবীন ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও ওই কমিটিতে আইআইটি খড়গপুর সহ বিভিন্ন পেশাদার সংস্থার বিশেষজ্ঞরা থাকছেন বলে পূর্ত দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। ওই কমিটির জরুরি ভিত্তিতে শহরের ১৫ টি সেতু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে বলে জানানো হয়েছে। এই সেতু গুলি হল ঢাকুরিয়া ব্রিজ, বিজন সেতু, অরবিন্দ সেতু, কালীঘাট ব্রিজ, চেতলা ব্রিজ, দূর্গাপুর ব্রিজ, আম্বেদকার ব্রিজ ,উল্টোডাঙ্গা ফ্লাইওভার, সুকান্ত সেতু, বঙ্কিম সেতু, চিংড়িঘাটা উড়ালপুল, শিয়ালদা উড়ালপুল, পার্ক সার্কাস চার নম্বর ব্রিজ, জীবনানন্দ সেতু, বিধান নগরের করুনাময়ী তে টালি নালার অপরের আর্চ ব্রিজ। এদিকে রাজ্য সরকার পুজোর আগেই মাঝের হাট সেতুর বিকল্প নতুন রাস্তা তৈরি করতে চায়। এই উদ্দেশ্যে আজ রাজ্যের পূর্ত দপ্তর ,কলকাতা পুলিশ, পুরসভা, রেলের সঙ্গে ওই এলাকায় যৌথ পরিদর্শন চালায়। মাঝের হাট সেতুর সমান্তরালে রেল লাইনের ওপর দিয়ে একটি বিকল্প রাস্তা তৈরির ব্যাপারে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পূর্ব রেল ওখানে একটি লেভেল ক্রসিং তৈরির কাজ শুরু করেছে । এছাড়াও মাঝেরহাট সেতুর নিচে থাকা খালের ওপর দিয়ে একটি পথ তৈরি করার জন্য পূর্ত দপ্তর সেনাবাহিনীর সঙ্গে কথা বলছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

চার বারের ব্যর্থতা কাটিয়ে সাফল্যের সিঁড়িতে এই আইপিএস

বেঙ্গালুরু, ১২ সেপ্টেম্বরঃ তিনি নিজে হেরে যাননি। প্রথাগত সব নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আজ তিনি একজন সফল আইপিএস অফিসার। মিঠুন কুমার জি কে। এই আইপিএসের স্কুল জীবনের শুরুটা হয়েছিল ব্যর্থতা দিয়ে। বহু কষ্টে, হয়ত সবচেয়ে কম নম্বর নিয়ে স্কুল আর কলেজের গণ্ডী পেরিয়েছেন মিঠুন। উজ্জ্বল তো নয়ই, ছাত্র হিসেবে সাধারণের মধ্যেও নজর কাড়েননি কখনও। এহেন ছাত্র যে ভবিষ্যত্যে কিছু করবে, আশায় ছিলেন না শিক্ষকরা, এমনকী বাড়ির লোকেরাও। তবে দায়িত্ব ছিল সেই কাঁধে। বাড়ির সবচেয়ে বড় সন্তান হওয়ায় চাকরি পাওয়া ছিল জরুরি। অনেক কষ্টে জুটেছিল সফটওয়্যার সেক্টরের একটি চাকরি। স্নাতক হওয়ার পর সেই চাকরিই ছিল বাড়ির রুজি রুটি। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়া দশটা পাঁচটার জীবনে। নুন আনতে যেন পান্তা না ফুরোয়, সেই লড়াই রোজকারের। কিন্তু সেই চাকরি থেকে কখনও আত্মসন্তুষ্টি পান নি মিঠুন। মন বলত অন্য কিছুর কথা। চোখ করত অন্য পেশার খোঁজ। মাথায় ঘুরত, কিছু একটা যেন থেকেও নেই। এই ভাবেই চলল তিন বছর। তারপর ছোট ভাই সংসারের হাল ধরতেই চাকরি ছাড়লেন। এর পরের গল্পটাই ছিল একটা স্বপ্ন। বাবা চেয়েছিলেন ছেলে পুলিশ কর্মী হোক। নিজেও সেই পেশার প্রতি অদ্ভুত টান অনুভব করতেন। কোথাও কোনও পুলিশ কর্মী দেখলেই জ্বলে উঠত চোখ। মন চাইত এই কাজটাই করতে। বাবার পরামর্শে পরীক্ষায় বসলেন মিঠুন। অনেকেই বলেছিলেন পুলিশের পরীক্ষা কেন, প্রশাসনিক পদের জন্য আবেদন করুক ছেলে। তবে পুলিশের উর্দে তাঁকে টানত। তাই লোকের কথায় নয়, মনের কথাই শুনলেন মিঠুন। ফলও পেলেন হাতে নাতে। এবার আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ২০১৬ সালে চার বার ব্যর্থতার পরে ইউপিএসসি পরীক্ষায় পাশ করলেন তিনি। র‍্যাঙ্ক ছিল ১৩০। কর্ণাটকের বাসিন্দা এই আইপিএসের উত্থানটা একবারেই স্বপ্নের মতো নয়। বরং এ গল্প অনেক ছাপোষা, আপনার আমার মতো আর পাঁচটা সাধারণ ছেলে মেয়ের কথা। এ গল্প একটা শিক্ষা দিয়ে যায়। বলে দিয়ে যায় যে সাধারণ হয়ে থাকার মধ্যে কোনও মহত্ত্বতা নেই। বরং সাধারণ থেকে নজির হয়ে ওঠাটাই একটা স্বপ্নের জন্ম দেয়।

যে স্বপ্ন দেখি আমরা সবাই, প্রত্যেকে। কোনও স্বপ্নের মৃত্যু হয়, কোনওটা আবার বাস্তব হয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় বেঁচে থাকা কাকে বলে। সেই পাঠই দিয়ে যাচ্ছেন মিঠুন কুমার।

৬০ শতাংশ শিশু নির্যাতন হয় স্কুলেই। দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বরঃ বেশি দিন আগের কথা নয়। গত সপ্তাহেই এক তিন বছরের শিশুর যৌন নির্যাতনের খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। বাচ্চা মেয়েটি স্কুল থেকে ফিরলে তার জামায় রক্তের দাগ দেখতে পান বাবা মা। তার পরেই শুরু হয় সুবিচার পাওয়ার যুদ্ধ। কারণ পুলিশ বা স্কুল কেউই এই ঘটনা মানতে চায়নি। বিশেষত স্কুল চত্বরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে স্বীকার করেনি কেউ। এখানেই শেষ নয়। এরকম ছবি প্রায় প্রতিদিনই উঠে আসছে। একের পর এক দায়ের হচ্ছে অভিযোগ। সম্প্রতি দিল্লি পুলিশ সামনে এনেছে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। পুলিশের সমীক্ষা অনুযায়ী যৌন নির্যাতন বা শিশু নির্যাতনের যেসব ঘটনা ঘটছে, তার ৬০ শতাংশই স্কুল চত্বরে বা স্কুলের মধ্যে ঘটছে বলে মনে করা হচ্ছে। চত্বরে বা স্কুলের মধ্যে ঘটছে বলে মনে করা হচ্ছে। দিল্লি পুলিশ কমিশনার অমূল্য পট্নায়েক এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা জারি করেছেন দিল্লির প্রতিটি থানায়। সতর্ক করা হয়েছে অফিসারদের। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জল থইথই ওসমানিয়া হাসপাতালে

হায়দরাবাদ, ১২ সেপ্টেম্বরঃ টানা বৃষ্টির জেরে ওসমানিয়া জেনেরাল হাসপাতালের পুরোনো বিল্ডিংয়ে জল জমেছে। আজ সকালের ভারী বৃষ্টিতে ছাদ চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ে অবস্থা আরও খারাপের দিকে। চিকিৎসকরা বাধ্য হয়ে হেলমেট পরে চিকিৎসা চালাচ্ছেন। ওয়ার্ডে জল ঢুকে যাওয়ায় রোগীদের ভোগান্তি বেড়েছে।

এর আগেও, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জেরে হাসপাতালে জল জমে গেছিল। অভিযোগ, এত কিছুর পরও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিল্ডিং মেরামত নিয়ে উদ্যোগী হয়নি। চিকিৎসকদের মধ্যেও এনিয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে। আপাতত তাঁরা চাইছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুক আর নতুন বিল্ডিং বানানোয় উদ্যোগী হোক।

গুলিতে মৃত দিল্লি পুলিশের কনস্টেবল

নয়াদিল্লি,১২সেপ্টেম্বরঃ আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু হল দিল্লি পুলিশের এক কনস্টেবলের। নাম রাম অবতার। গতকাল গভীররাতে বাড়ির সামনেই তাঁকে গুলি করে মারা হয়। মিঠাপুরের টানকি রোড এলাকায় বাড়ির এক সদস্যের জন্য রিকশা আনতে বেরিয়েছিলেন তিনি। সেই সময়ই তাঁকে হৎযা করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পথচারীরা রাম অবতারের রক্তাক্ত দেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাম শক্তি বিহার এলাকায় তাঁর পরিবারের সাথে থাকতেন। ২০০৩ সালে তিনি দিল্লি পুলিশ ফোর্সে যোগদান করেন। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার চিন্ময় বিসওয়াল বলেন, আমরা সমস্ত দিক তদন্ত করে দেখছি। সিসিটিভি দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হবে।

ষড়যন্ত্র হচ্ছে, দাবি ধর্ষণে অভিযুক্ত বিশপের

কেরল, ১২ সেপ্টেম্বরঃ কেরলে ধর্ষণে অভিযুক্ত বিশপ ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাঁড়া করলেন। জলন্ধরের বিশপ ফ্রাঙ্কো মুলাক্কালের বক্তব্য অনুযায়ী, সন্ন্যাসিনীর অভিযোগের পেছনে কোনও বড় ষড়যন্ত্র আছে। মুলাক্কালের বক্তব্য, আমি বুঝতে পারছি চার্চ বিরোধী একটা অংশ এই সন্ন্যাসিনীদের ব্যবহার করছে। বিরোধীরা এই সন্ন্যাসিনীদের সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজেদের ইশুগুলোকে তোলার চেষ্টা করছে। এর পেছনে একটা বড় ষড়যন্ত্র কাজ করছে। কয়েকজন এর সুবিধা নিচ্ছে। তদন্ত চলাকালীন বিশপ বলেছেন, আমি সমস্ত রকম আইনি প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করব। আমার সহযোগিতা করতে কোনও সমস্যা নেই। মামলা চলাকালীন বিশপ ভ্যাটিকান ন্যায় বিচারালয়ের কাছে ন্যায় বিচারের আবেদন জানিয়েছেন।

ডাকাতির আগেই চলে এল পুলিশ, চলল গুলি মৃত ২

কিষাণগঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বরঃ মৃত্যু হল এক ডাকাত ও এক পুলিশকর্মীর। ঘটনাটি ঘটেছে কিষাণগঞ্জ জেলার টাউন থানা এলাকায় পূর্বপল্লি পাওয়ার হাউজের কাছে। তিন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতরাতে পাট ব্যবসায়ী নন্দু আগরওয়ালের বাড়িতে ডাকাত হানা দেয়। চিৎকার শুনে রাস্তার টহলদারি পুলিশ ঘটনাস্থানে পৌঁছালে ডাকাত দলটি পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে।পালটা গুলি চালায় পুলিশ। মৃত্যু হয় এক ডাকাতের। অন্যদিকে ডাকাতদের ছোড়া গুলিতে মৃত্যু হয় বিরসা ওঁরাও নামে এক পুলিশকর্মীর। আরও এক হাবিলদার আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে ঋগু বিশাল শর্মা অতিরিক্ত পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থানে যান। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তিনজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

প্রয়াত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিজয়শঙ্কর ব্যাস

জয়পুর, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ বিজয়শঙ্কর ব্যাস। দীর্ঘ রোগভোগের পর বুধবার প্রয়াত হন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭।

আমেদবাদের আইআইএম ডিরক্টর ছিলেন তিনি। এছাড়াও জয়পুরের দি ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্টের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বিশ্বব্যাঙ্কের কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের সিনিয়র অ্যাডভাইজরি পদে ছিলেন তিনি। মূলত কৃষি অর্থনীতি নিয়ে তিনি চর্চা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুদ্ধরা রাজে এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে বলেন, প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী এবং পদ্মভূষণ বিজয়শঙ্কর ব্যাসের প্রয়াণে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। তাঁর কাজকে গোটা বিশ্ব কুর্নিশ জানিয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে রাজস্থান বিশেষ করে বিকানির এক অণুপ্রেরণাকে হারাল। তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বলেন, রাজ্য এবং দেশের আর্থিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার বিশেষ ভূমিকা ছিল। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম তখন তিনি রাজ্য যোজনা বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর প্রতিভা এবং সামাজিক বিকাশের জন্য আমরা তাঁকে মনে রাখব।

ব্রাহ্মণকে আমিষ খাবার পরিবেশন করিয়ে জরিমানা জেট এয়ারওয়েজের

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বরঃ এয়ারলাইন্স সংস্থা জেট এয়ারওয়েজকে আর্থিক জরিমানার নির্দেশ ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের। নিরামিশাষী যাত্রীকে আমিষ খাবার পরিবেশ করার অভিযোগ উঠেছিল জেট এয়ারওয়েজের বিরুদ্ধে। এরপরই এয়ারলাইন্স সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেন রাজকোটের বাসিন্দা ভানুপ্রসাদ জানি। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশ ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের। মামলাকারী ভানুপ্রসাদ জানান, তিনি জীবনে ডিম পর্যন্ত খাননি। তাসত্ত্বেও তিনি নিরামিশ মিল অর্ডার করলে তাঁকে আমিষ খাবার দেওয়া হয়। ঘটনাটি দু'বছর পুরানো। ২০১৬ সালের ২০ অগস্ট জেট এয়ারওয়েজের বিমানে তিনি চেন্নাই থেকে মুম্বইয়ের বাড়ি ফিরছিলেন। বিমানে ভানুপ্রসাদ এশিয়ান ভেজিটারিয়ন মিল অর্ডার করেন। কিন্তু অভিযোগ, তাঁকে দেওয়া হয় আমিষ খাবার। বাধ্য হয়ে কিছুটা খান তিনি। সেই খাবার খেয়ে অসুস্থ বোধ করেন ভানুপ্রসাদ। এমনকী বমিও করেন। প্রমাণ হিসাবে আমিষ খাবারের ছবি ও ভিডিও করে রাখেন। পরবর্তীকালে মামলার কাজে লাগে সেই ছবি। ভানুপ্রসাদ বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে ৭.২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবিতে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা ঠোকেন। এক সর্বভারতীয় মিডিয়াকে জানান, সেটা চিকেন না মটন ছিল তাঁর জানা নেই। কারণ তিনি জীবনে ডিম পর্যন্ত মুখে তোলেননি। ফলে তাঁর পক্ষে বোঝা অসম্ভব সেটা চিকেন না মটন ছিল। এদিকে ভানুর অভিযোগ উড়িয়ে বিমান সংস্থা জানায, তিনি প্রথমে এশিয়ান ভেজিটেরিয়ন মিল অর্ডার করেছিলেন। কিন্তু পরে সেটা বাতিল করে আমিষ খাবারের অর্ডার দেন। যখন খাবার দেওয়া হয় তখন প্যাকেটের উপর ননভেজ লেখা ছিল। সেটা দেখেও তিনি প্যাকেট খোলেন। তাছাড়া ওই ছবি দেখে বোঝা গিয়েছে তিনি খাবার মুখেও তোলেননি। যদিও আদালত বিমান সংস্থার দাবি খারিজ করে দেয়। সেই সঙ্গে জেট এয়ারওয়েজকে ৬৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়। ৫০ হাজার টাকা ভুল খাবার পরিবেশনের জন্য। ১০ হাজার টাকা মানসিকভাবে হেনস্থা এবং পাঁচ হাজার টাকা আইনি খরচের জন্য।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে চিতার মূত্র নিয়ে অভিযান চালিয়েছিল সেনা

পুনে, ১২ সেপ্টেম্বরঃ সামনে এল ভারতীয় সেনার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক সম্পর্কে এক নতুন তথ্য। ওই গোপন অভিযানে চিতার মূত্র ব্যবহার করেছিল সেনাবাহিনী। সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছেন নাগ্রতা করপস এর প্রাক্তন কমান্ডার লেফট্যানেন্ট জেনারেল রাজেন্দ্র নিমবরকার। এক অনুষ্ঠানে এসে তিনি বলেন, কুকুরের চিৎকার থামাতে তাদের মুখে চিতার মূত্র ছুড়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। ২০১৬ তে পাক সীমান্তের ১৫ কিলোমিটার ভিতর ঢুকে এক গোপন অভিযানে পাক সেনা ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। সেই অভিযানই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নামে পরিচিত। বাজিরাও পেশোয়ে প্রতিষ্ঠানে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এই প্রাক্তন সেনা কর্তাকে। সম্বর্ধনা দেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনোহর জোশী। সেই অনুষ্ঠানেই একথা বলেন নিমবরকার। ওই অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য এদিন ওই সেনা অফিসারকে সম্মান জানানো হয়। নওশেরা সেক্টরে ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন নিমবরকার। যে এলাকায় অভিযান চালানো হয়েছিল প্রথমে সেখানকার প্রাণীদের উপস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। দেখা যায়, ওই এলাকায় বারবার কুকুরের উপর আক্রমন চালায় কত। তাই সিতার হাটপথেকে বাঁচতে লোকালয়ে থাকতেই পছন্দ করে কুকুরেরা। ফলে ভারতীয় সেনাব সেখানে প্রবেশ করলে, সেনা জওয়ানদের দেখে কুকুর চিৎকার করার সম্ভাবনা ছিল। তাই আগে থেকে চিতার মূত্র রেখেছিল সেনাবাহিনী। কুকুর দেখেই তাদের গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয় সে মূত্র। আর তাতেই ভয় পেয়ে পালায় কুকুর।

কর্ণাটকে দল ছাড়তে রাজি বহু বিজেপি বিধায়ক। কংগ্রেস

বেঙ্গালুরু, ১২ সেপ্টেম্বরঃ দল ভাঙানোর চেষ্টা করলে কিছুতেই লাভবান হবে না বিজেপি। উলটে বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় কারণে ফল ভুগতে হতে পারে। কেন্দ্রের শাসক তথা রাজ্যের বিরোধী দলকে হুঁশিয়ারী দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। দল ভাঙানো নিয়ে রাজ্য জুড়ে চলছে চাপা আতংক। এই রাজনৈতিক জটিলতার মাঝে পদ্ম শিবিরকে পালটা হুমকি দিয়ে রাখলেন কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দীনেশ গুণ্ডু রাও। আরও জানিয়ে দিলেন যে দল ভাঙানোর চেষ্টা করলে ফল ভালো হবে না। অনেক বিজেপি বিধায়ক দল ছাড়তে তৈরি বলেও জানিয়েছেন তিনি। গত মে মাসে কর্ণাটক রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। সেই সুযোগে জোটবদ্ধ হয়ে সরকার গড়েছে যুযুধান দুই রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এবং জেডি(এস)। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন জেডি(এস) নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী। কংগ্রেস নেতা ডাঃ জি পরমেশ্বর হয়েছে উপ মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনের আগে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করার পরে একসঙ্গে সরকার চালানো খুব একটা সুখকর হচ্ছে না দুই পক্ষের। ইতিমধ্যেই মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিদ্রোহ করেছেন অনেক কংগ্রেস নেতা। রাজধানী বেঙ্গালুরুতে জোট সরকারের বিরুদ্ধে অনুগামীদের বিক্ষোভও দেখিয়েছিলেন এক কংগ্রেস বিধায়ক। উভয় দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেই জোট সরকার টিকিয়ে রাখা নিয়ে তৈরি হয়েছে জটিলতা। তবে উভয় পক্ষই আগামী

লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত জোট টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী। এই অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে হাতিয়ার করেই কর্ণাটকের জোট সরকারকে ভাঙতে চাইছে বিজেপি। ১৫ই মে ফল ঘোষণার দিন থেকেই পদ্ম শিবিরের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে আসছে কংগ্রেস এবং জেডি(এস)। এই ভয়ে ফল ঘোষণার পর সরকার গঠন পর্যন্ত দলীয় বিধায়কদের সরিয়ে ফেলেছিল দুই দলই। অন্যদিকে সরকার গড়তে না পারলেও অদূর ভবিষ্যতে জোত সরকার ভেঙার কথা বারবার শোনা গিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বের মুখে। এই নিয়েই চাপা আতংক ছড়ায় কর্ণাটকের রাজনীতির অন্দরে। এই বিষয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দীনেশ গুণ্ডু রাও। তিনি বলেছেন, বিজেপি যদি ভাবে যে কংগ্রেস বিধায়কদের ভাঙিয়ে নেবে তাহলে খুব ভুল ভাবছে। একই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, বিজেপির সাত থেকে আট জন বিধায়ক নিজের দল ছাড়তে প্রস্তুত রয়েছেন। এবং তাঁরা কংগ্রেস-জেডি(এস) জোট সরকারকে সমর্থন করতেও প্রস্তুত। এটা বিজেপি নেতারা জানলে খুব অবাক হবে। যদিও দল ভাঙানোর খেলায় কংগ্রেস বিশ্বাস করে না এবং তেমন কিছু করার কথা কংগ্রেস ভাবছে না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন দীনেশ গুণ্ডু রাও। তাঁর কথায়, অন্য দল থেকে বিধায়ক ভাঙিয়ে আনা অনৈতিক। কোনও অনৈতিক কাজ আমরা করব না। কিন্তু বিজেপি দল ভাঙাতে চাইলে যে কংগ্রেস ছেড়ে কথা বলবে না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, বিজেপি দল ভাঙানোর চেষ্টা চালিয়ে গেলে আমরাও চুপ করে বসে থাকব না।